আহলে সুন্নাতের গ্রন্থে মুতআ বিবাহের প্রামাণ্যতা

এইচ.এইচ.এস. আসিফ আলী ইমামি

আহলে সুন্নাতের গ্রন্থে মুতআ বিবাহের প্রামাণ্যতা

লেখকঃ
এইচ.এইচ.এস. আসিফ আলী ইমামি

প্রকাশকঃ মাক্তাব এ সাকালাইন

আমিন এ মাক্তাব এ সাকালাইন
এইচ.এইচ.এস. আসিফ আলী ইমামি

আমদের ডিজিটাল প্লাটফর্ম

WhatsApp **01924892101**

Our website adress
maqtabethaqalayn.com

Our Facebook Page
Maqtab e Thaqalayn

ab

Our Youtube Channel
Maqtab e Thaqalayn

Our Gmail adress
maqthabthaqalayn@gmail.com

মাকতাবে সাকালাইন মিশন ১৪৫০ হিজরী

বাংলাদেশে আহলেবাইতের অনুসারিদের একটি স্বনির্ভর, জ্ঞানভিত্তিক, বিদআত-মুক্ত টেকসই অনুসারি গড়ে তোলা; যা কুরআন ও আহলেবাইত (আ.)-এর বিশুদ্ধ শিক্ষার আলোকে নিজস্ব সত্তা সংরক্ষণ করে জাতীয় ও মানবকল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

আমাদের লক্ষ্য: ১৪৫০ হিজরী সালের মধ্যে সাকালাইনের অনুসারিদের জন্য, প্রামাণ্য ও প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তরযোগ্য স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি স্থাপন করা।

📜 আমাদের লক্ষঃ মূল স্তম্ভসমূহ

১. জ্ঞান, গবেষণা ও প্রকাশনা

- **মূলগ্রন্থের অনুবাদ:** বিশুদ্ধ মানহাজ অনুযায়ী নির্ভরযোগ্য হাদিস গ্রন্থসমূহ (কুতুবে আরবা সহ) সাবলীল বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ।

- **অনুবাদ ব্যুরো:** আরবি ও ফারসি ভাষা থেকে ক্লাসিক্যাল ইসলামিক পাণ্ডুলিপি বাংলায় স্থানান্তরের জন্য একটি স্থায়ী অনুবাদ ব্যুরো স্থাপন।
- **গবেষণা লাইব্রেরি:** গবেষক ও সাধারণ পাঠকদের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ডিজিটাল ও ফিজিক্যাল আর্কাইভ প্রতিষ্ঠা।
- **ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম**: ইবুক, অডিও বুক, লেকচার ও প্রামাণ্য নিবন্ধ সহজলভ্য করতে আধুনিক অ্যাপস ও ওয়েবসাইট পরিচালনা।
- **তাহকীক সেল:** জাল/ভিত্তিহীন বর্ণনা চিহ্নিতকরণ এবং ইসলামি সাহিত্যে প্রবেশ করা বিদআতের বৈজ্ঞানিক ও দলিলভিত্তিক জবাব প্রদান।

২. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা

- **হাওজা ও মাদ্রাসা:** বিশুদ্ধ শিক্ষাধারাভিত্তিক হাওজা/মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে যোগ্য আলেম ও গবেষক গড়ে তোলা।
- **নারী শিক্ষা:** নারীদের জন্য পৃথক, নিরাপদ ও উচ্চতর দ্বীনি শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকরণ।
- **মক্তব কার্যক্রম:** শিশু-কিশোরদের সঠিক আকাইদ, আখলাক ও কুরআন শিক্ষার জন্য সারাদেশে মক্তব ব্যবস্থা পরিচালনা।

৩. অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

- **কারজে হাসানা:** সুদ মুক্ত ও কল্যাণমুখী অর্থায়ন ব্যবস্থার বিকাশ।
- **ওয়াকফ তহবিল:** টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির জন্য সুসংগঠিত ওয়াকফ ও এন্ডাউমেন্ট পরিচালনা।
- **দক্ষতা উন্নয়ন:** তরুণদের জন্য কারিগরি ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন।
- **স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা:** শরীয়তসম্মত আর্থিক অবদান (খুমস/সাদাকা) সংগ্রহ ও বণ্টনে শতভাগ সততা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ।

৪. **সমাজ ও মানবকল্যাণ**

- **পুনর্বাসন ও মানবিক সহায়তা:** এতিম, বিধবা ও দুস্থ পরিবারসমূহের পুনর্বাসনে স্থায়ী প্রকল্প গ্রহণ।
- **জরুরি ত্রাণ ও স্বাস্থ্যসেবা:** প্রাকৃতিক দুর্যোগে জরুরি ত্রাণ বিতরণ এবং বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্প পরিচালনা।
- **পারিবারিক ও আইনি সহায়তা:** পারিবারিক মূল্যবোধ রক্ষায় কাউন্সেলিং সেবা এবং দুস্থদের সাকালাইনের আলোকে আইনি সহায়তা প্রদান।

৫. মিডিয়া ও দাওয়াহ

- **প্রামাণ্য কনটেন্ট:** আধুনিক অডিও-ভিজ্যুয়াল মিডিয়ার মাধ্যমে ইতিহাস ও দ্বীনি শিক্ষার বিশুদ্ধ উপস্থাপনা।
- **গবেষণাপত্র ও সাময়িকী:** নিয়মিত বিরতিতে মানসম্মত গবেষণা সাময়িকী ও পত্রিকা প্রকাশ।
- **ডিজিটাল হেল্পলাইন:** সাধারণ মানুষের দ্বীনি সংশয় ও প্রশ্নের উত্তর দিতে বিশেষজ্ঞ প্যানেল পরিচালিত হেল্পলাইন।

৬. প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ও নেতৃত্ব

- **যুব নেতৃত্ব:** নতুন প্রজন্মের প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্ব বিকাশে প্রশিক্ষণ কর্মশালা।
- **আঞ্চলিক বিকাশ:** মূলনীতি অক্ষুণ্ন রেখে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাংগঠনিক শাখা সম্প্রসারণ।
- **আন্তর্জাতিক প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক:** নিজস্ব স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে আন্তর্জাতিক দ্বীনি শিক্ষা কেন্দ্রসমূহের সাথে কেবল জ্ঞানভিত্তিক যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষা।

🕋 আমাদের মূলনীতি

- **অবিচল আকিদা:** তাওহীদ, নবুওয়াত, ইমামত এবং ইমাম মাহদী (আ.জ.)-এর হুকুমতের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও আনুগত্য।
- **বিশুদ্ধতা:** ভিত্তিহীন রেওয়ায়াত ও বিদআত থেকে মুক্ত থেকে কেবল প্রামাণ্য সনদের অনুশীলন।
- **ইলম ও আমল:** তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক জীবনে ইসলামি চরিত্র ও আখলাকের প্রতিফলন।
- **স্বনির্ভরতা:** স্থানীয় সক্ষমতা ও অভ্যন্তরীণ সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জন।
- **সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা:** প্রাতিষ্ঠানিক সকল পরিচালনা ও অর্থ ব্যবস্থাপনায় আমানতদারি রক্ষা।

মাকতাবে সাকালাইন মিশন ১৪৫০ — জ্ঞান, সত্য ও ইনসাফের আলোকে এক আলোর পথচলা। তাই আপনিও মাক্তাব এ সাকালাইনের এই মহান মিশনে যুক্ত হতে পারেন।

01924892101

বর্তমান সময়ে দেখা যায়, সুন্নি ও সালাফি/ওহাবি ধারার কিছু আলেম ও বক্তা শিয়া মাযহাবের বিরুদ্ধে তীব্র বিরূপ প্রচারণায় লিপ্ত। মতাদর্শিক পর্যালোচনার মুখোমুখি হতে অপারগ হয়ে অনেকেই কুৎসা রটনা, মনগড়া ফতোয়া কিংবা উসকানিমূলক বক্তব্যের মাধ্যমে নিজস্ব অবস্থান টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে থাকেন।

শিয়াদের বিরুদ্ধে তাদের সমালোচনার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হলো 'মুতআ বিবাহ'। এই বিষয়টিকে ব্যবহার করে শিয়াদের বিরুদ্ধে নানাবিধ বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়। অথচ ঐতিহাসিক তথ্য ও স্বনামধন্য সুন্নি কিতাবসমূহের পৃষ্ঠা উল্টালেই দেখা যায়, প্রাথমিক যুগে এই আমলের বৈধতা নিয়ে সুন্নি ঐতিহ্যের ভেতরের বহু ফকিহ ও সাহাবির সুস্পষ্ট মতামত সংরক্ষিত রয়েছে। ফলে তাদের এই আক্রমণের তীর মূলত তাদের নিজেদের কিতাবের ঐতিহাসিক দলিলের দিকেই ধাবিত হয়।

প্রথমেই জেনে রাখা প্রয়োজন যে, শিয়া ফিকাহ্ অনুযায়ী বিবাহ দুই প্রকার:

- **১. স্থায়ী বিবাহ (নিকাহ আল-দায়েম)**
- **২. অস্থায়ী বিবাহ (নিকাহ আল-মুয়াক্কাত বা মুতাহ)**

শিয়া ইসলামে সাধারণত স্থায়ী বিবাহের ওপরই সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছে, আর অস্থায়ী বিবাহকে কেবল বিশেষ ও জরুরি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একটি বৈধ উপায় হিসেবে রাখা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে শিয়া হাদিসে উল্লেখিত রয়েছে :

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِيَ حَلَالٌ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ لِمَنْ لَمْ يُغْنِهِ اللَّهُ بِالتَّزْوِيجِ فَلْيَسْتَعْفِفْ بِالْمُتْعَةِ فَإِنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا بِالتَّزْوِيجِ فَهِيَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا.

আলী ইবনে ইব্রাহিম আল-মুখতার ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আল-মুখতার থেকে, এবং মুহাম্মদ ইবনে আল-হাসান আব্দুল্লাহ ইবনে আল-হাসান আল-আলাউই থেকে—তারা উভয়েই আল-ফাতাহ ইবনে ইয়াজিদ থেকে বর্ণনা করেছেন।
তিনি (আল-ফাতাহ) বলেন:
"আমি আবুল হাসান ইমাম রেজা (আলাইহিস সালাম)-কে 'মুতাহ' (সাময়িক বিয়ে) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

তিনি বললেন: 'যার স্থায়ী বিয়ে করার সামর্থ্য বা সুযোগ নেই, তার জন্য মুত'আ করা পুরোপুরি হালাল ও বৈধ। সে যেন এর মাধ্যমে নিজেকে পাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখে। আর যার স্থায়ী স্ত্রী আছে, সে-ও যদি স্ত্রীর থেকে দূরে (যেমন: সফরে) থাকে, তবে তার জন্যও এটি বৈধ।
সূত্রঃ আল-কাফি, খণ্ড ৫, অধ্যায়-৩, অনুচ্ছেদ-৯৬, হাদিস-২, পৃষ্ঠা ৪৫২; ওয়াসায়েলুশ শিয়া, খণ্ড ২১, পৃষ্ঠা ২২, হাদিস নং ২৬৪২১।

সম্মানিত পাঠক, শিয়া হাদিস গ্রন্থসমূহে এটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, যাদের স্থায়ী বিবাহ করার সামর্থ্য নেই কিংবা যারা বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও সফরে থাকার কারণে স্ত্রীর সঙ্গ থেকে বঞ্চিত—কেবলমাত্র এমন জরুরি প্রয়োজনেই মুতাহ বিবাহের অনুমতি রয়েছে। এই বিধানের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষ যেন কোনো অবস্থাতেই ব্যভিচার বা জেনায় লিপ্ত না হয়। উল্লেখ্য, এই প্রথাটি রাসূলে আকরাম (সা.)-এর যুগেও বিদ্যমান ছিল, যা সুন্নিদের প্রধান প্রধান কিতাবেও সহীহ সূত্রে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

সুপ্রিয় পাঠক, এ পর্যায়ে আমরা ধ্রুপদী সুন্নি হাদিসগ্রন্থ ও প্রখ্যাত ফকিহদের দৃষ্টিভঙ্গি পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করব, যা থেকে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে সুন্নি হাদিস ও ফিকহের আলোকেও মুতআ বিবাহের বৈধতা প্রমাণিত। আসুন, মূল আলোচনায় প্রবেশ করা যাক।

ইমাম মালিক ইবনে আনাস, যার দৃষ্টিতে মুতআ বিবাহের বৈধতা বিদ্যমান ছিল।

এ বিষয়ে ইমাম আল-সারাখসির বক্তব্য লক্ষ করুন : 'মুতআ বিবাহের রূপরেখা হলো— কোনো নারীকে বলা, নির্দিষ্ট মেয়াদে ও নির্দিষ্ট মহরে আমি তোমাকে বিয়ে করছি। হানাফি মাযহাবে এটি জায়েজ না হলেও ইমাম মালিকের মতে এটি বৈধ। উপরন্তু, এটি যে সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসেরও (রা.) অবস্থান ছিল তা সুস্পষ্ট; তিনি মহান আল্লাহর এই বাণীর আলোকেই দলিল পেশ করতেন: —সুতরাং তাদের মধ্যে যাদের তোমরা উপভোগ করেছ, তাদের নির্ধারিত মেহের পরিশোধ করো [সূরা নিসা, ৪:২৪]।
[সুত্রঃ কিতাব আল-মাবসুত, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৫২]

الجزء الخامس عشر

كتاب المبسوط لشمس الدين السرخسي

وكتب ظاهر الرواية أتت ... ستا وبالأصول أيضا سميت

صنفها محمد الشيباني ... حرر فيها المذهب النعماني

الجامع الصغير والكبير ... والسير الكبير والصغير

ثم الزيادات مع المبسوط ... تواترت بالسند المضبوط

ويجمع الست كتاب الكافي ... للحاكم الشهيد فهو الكافي

أقوى شروحه الذي كالشمس ... مبسوط شمس الأمة السرخسي

(تنبيه) [illegible]

دار المعرفة
بيروت - لبنان

maqtabethaqalayn.com

لا يقبل قوله في حق الغير إلا أن يكذبه من له الحق ولا حق لأحد هنا فيما أخبرت به فلهذا جاز قبول خبرها في ذلك والله أعلم بالصواب

باب نكاح المتعة

﴿قال﴾ بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أحل المتعة ثلاثة أيام من الدهر في غزاة غزاها اشتد على الناس فيها العزوبة ثم نهى عنها وتفسير المتعة أن يقول لامرأة أتمتع بك كذا من المدة بكذا من البدل وهذا باطل عندنا جائز عند مالك بن أنس وهو الظاهر من قول ابن عباس رضي الله عنه واستدل بظاهر قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ولأن هذا العقد كان مباحا والحكم الثابت يبقى حتى يظهر نسخه ولكنا نقول قد ثبت نسخ هذه الإباحة بالآثار المشهورة فمن ذلك ما روى محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى يوم خيبر ألا إن الله تعالى ورسوله ينهيانكم عن المتعة ومنه حديث الربيع بن سبرة رضي الله عنه قال أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة عام الفتح ثلاثة أيام فخرجت مع عم لي إلى باب امرأة ومع كل واحد منا بردة وكانت بردة عمي أحسن من بردتي فخرجت امرأة كأنها دمية عيطاء فجعلت تنظر إلى شبابي وإلى بردته وقالت هلا بردة كبردة هذا أو شباب كشباب هذا ثم آثرت شبابي على بردته فبت عندها فلما أصبحت إذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي ألا إن الله تعالى ورسوله ينهيانكم عن المتعة فانتهى الناس عنها ثم الإباحة المطلقة لم تثبت في المتعة قط إنما ثبتت الإباحة مؤقتة بثلاثة أيام فلا يبقى ذلك بعد مضي الأيام الثلاثة من غير حاجة إلى دليل النسخ وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول نسختها آية الطلاق والعدة والميراث وكان عمر رضي الله عنه يقول لو كنت تقدمت في المتعة لرجمت وقال جابر بن زيد رضي الله عنه ما خرج ابن عباس رضي الله عنهما من الدنيا حتى رجع عن قوله في الصرف والمتعة فثبت النسخ باتفاق الصحابة رضي الله عنهم وسئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقالت بيني وبينكم كتاب الله تعالى وتلت قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الآية وهذه ليست بزوجة له ولا ملك يمين له وبيانه أنها ليست بزوجة ما قال في الكتاب أنه لا يرث أحدهما من صاحبه بالزوجية ولا يقع عليها الطلاق والظهار والإيلاء واستكثر من الشواهد فقال في الكتاب والمراد بقوله

আবদুর রাজ্জাক — ইবনে জুরাইজ — আবদুল্লাহ ইবনে উসমান ইবনে খুকাইম থেকে বর্ণিত:
তিনি বলেন: 'মক্কায় একজন সুন্দরী ইরাকি নারী ছিলেন যিনি হজের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। তাঁর আবু উমাইয়া নামের একটি ছেলে ছিল। সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র.) প্রায়ই তাঁর কাছে যাতায়াত করতেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "হে আবু আবদুল্লাহ! আপনি এই নারীর কাছে এত ঘনঘন কেন আসেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "আমরা সেই বিবাহ—অর্থাৎ মুতআ বিবাহের মাধ্যমে—তাঁকে বিবাহ করেছি।" সাঈদ (র.) আরও যোগ করেন, "পানি পানের মতোই মুতআ বিয়ে সম্পূর্ণ হালাল।"'
[মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক: কিতাবুত তালাক, বাবুল মুতআ, খণ্ড ৭, হাদিস নম্বর: ১৪০২০, পৃষ্ঠা ৪৯৬]

maqtabethaqalayn.com

١٤٠١٩ - عبد الرزاق عن ابن جريج عن محمد بن إبراهيم التيمي أن ابن رواحة كان في سَرِيّة، فقفل، فقلّى بيده متوشحاً السيف، فإذا هو بالمصباح، فارتاب فتسوّر، فإذا امرأته على سرير مُضْطَجِعةٌ إلى جنبها - فيما يرى - رجلاً ثائر شعر الرأس، فهمّ أن يضربه، ثم أدركه الورع، فغمز امرأته فاستيقظت، فقالت: وراءك وراءك! قال: ويلك مَن هذا؟ قالت: هذه أختي ظلّت عندي فمشطت رأسها، فلما بلغ ذلك النبي ﷺ، نهى عن طروق النساء، فقصّاه(١) رجلان، فطرقا أهليهما، فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلاً، فلما بلغ ذلك النبي ﷺ، قال: ألم أنهكم عن طروق النساء.

باب المتعة

١٤٠٢٠ - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم قال: كانت بمكة امرأة عراقية تنسك جميلة، لها ابن يقال له أبو أمية، وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها، قلت: يا أبا عبد الله! ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة، قال: إنا قد نكحناها ذلك النكاح - للمتعة - قال: وأخبرني أن سعيداً قال له: هي أحلّ من شرب الماء - المتعة -.

١٤٠٢١ - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لأوّل من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى، قال: أخبرني عن يعلى أن معاوية

---

(١) في «ص» «فقصاه».

maqtabethaqalayn.com

ইমাম আজ-জাহাবি:

"আমি ইমাম শাফেঈকে বলতে শুনেছি যে, ইবনে জুরাইজ (তাবে-তাবেঈ) ৯০ জন নারীর সাথে মুতআ বিবাহ করেছিলেন। এমনকি তিনি সহবাসের শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রতি রাতে এক আউন্স তিলের তেল ব্যবহার করতেন।"

[সিয়ারু আলামিন নুবালা: খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৩৩৩]

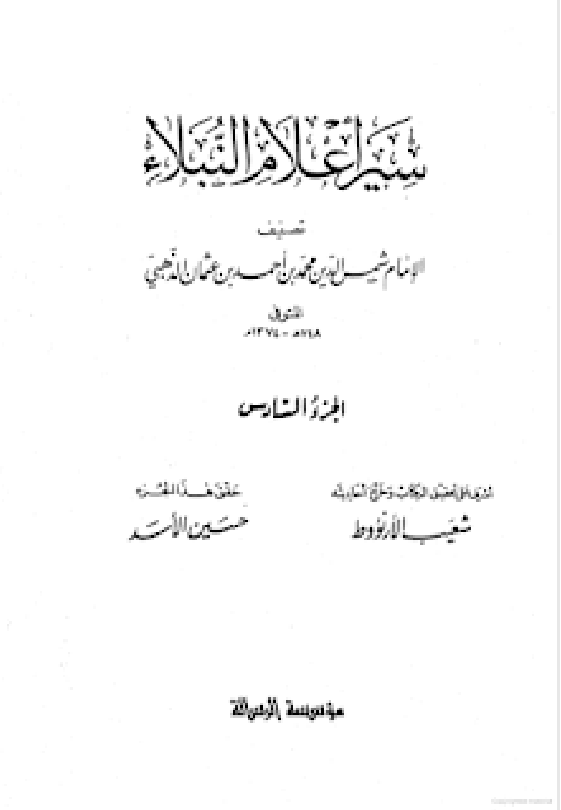
سير أعلام النبلاء

تصنيف

الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي

الجزء السادس

شعيب الأرنؤوط

حسين الأسد

مؤسسة الرسالة

maqtabethaqalayn.com

عِدَّتِهِنَّ[1]. وسمع من طاوس قوله في مُحرِم أصاب ذَرّات قال: قبضات من طعام[2].

قال أبو عاصم النبيل: كان ابن جُريج من العبّاد. كان يصوم الدهر سوى ثلاثة أيام من الشهر. وكانت له امرأة عابدة. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، سمعتُ الشافعي يقول: استمتع ابن جُريج بتسعين امرأة، حتى إنه كان يحتقن في الليل بأوقية شيرج طلباً للجماع. ورُوي عن عبد الرزاق قال: كان ابن جريج يختضبُ بالسواد، ويتغلّى بالغالية، وكان من ملوك القراء، خرجنا معه وأتاه سائل، فناوله ديناراً.

قال أبو محمد بن قتيبة: وُلد ابن جُريج سنة ثمانين عام الجُحاف[3].

أخبرنا عمر بن عبد المنعم، أنبأنا أبو اليُمن الكندي، أنبأنا علي بن عبد الله، أنبأنا أبو إسحاق الفيروزآبادي قال: ومنهم أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، وجُريج عبد لآل أم حبيب بنت جُبير، ومات سنة خمسين ومئة.

---

(1) أخرجه مسلم (1471) (14) في الطلاق، من طريق: أبي الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة، يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ﷺ، فسأل عمر رسول الله ﷺ، فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال له النبي ﷺ: «ليراجعها» فردها، وقال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك». قال ابن عمر: وقرأ النبي ﷺ: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن﴾. والتلاوة: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق: 1]. وما جاء في الحديث من قراءة ابن عباس، وابن عمر، وهي شاذة من المصحف.

(2) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (8243) عن ابن جريج قال: سمعت طاووساً، وسأله رجل، فقال: إني احتككت وأنا محرم فقتلت ذرات. فقال: تصدق بقبضات. والذرات: هي النمل الأحمر الصغير.

(3) الجحاف: سيل كان بمكة. انظر شذرات الذهب ٢٧٦/١.

এছাড়া, ইমাম ইবনে হাজম বেশ কয়েকজন সাহাবির একটি তালিকা প্রদান করেছেন যাঁরা নিকাহ আল-মুতআ অনুমোদিত মনে করতেন। তিনি উল্লেখ করেন:

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পরও সালাফদের (পূর্বসূরিদের) একটি বিশাল অংশ যে মুতআ বিবাহকে হালাল মনে করতেন—তা দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত। তাঁদের মধ্যে বহু সাহাবিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সেই সাহাবিদের মধ্যে রয়েছেন:

১. আসমা বিনতে আবু বকর
২. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ
৩. ইবনে মাসউদ
৪. ইবনে আব্বাস
৫. মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান
৬. আমর ইবনে হারিস
৭. আবু সাঈদ আল-খুদরি
৮. সালামাহ (ইবনে আকওয়া)
৯. মাবাদ ইবনে উমাইয়া বিন খালফ
[আল-মুহাল্লা: ইমাম ইবনে হাজম, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৫১৯]

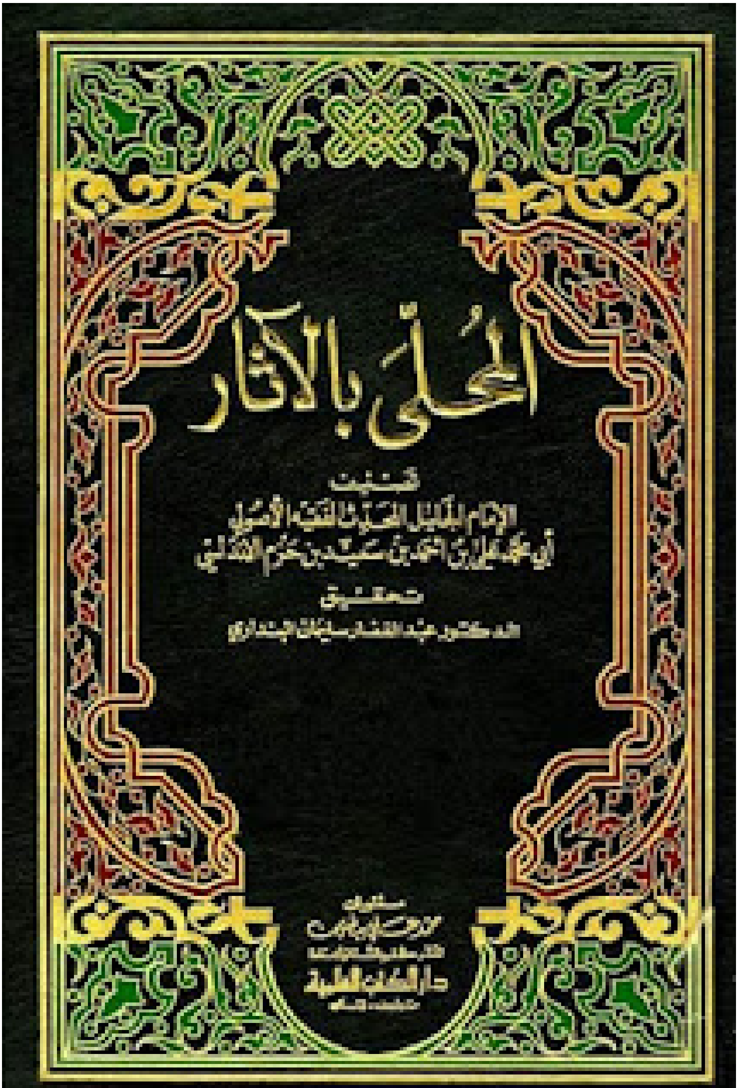
المحلى بالآثار
تصنيف
الإمام الجليل المحدث الفقيه الأصولي
أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي
تحقيق
الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري
دار الكتب العلمية

maqtabethaqalayn.com

المحلى

تصنيف الإمام الجليل، المحدث الفقيه الأصولي، قوي العارضة،
شديد المعارضة، بليغ العبارة، بالغ الحجة، صاحب التصانيف
الممتعة في المنقول والمعقول والسنة والفقه والأصول
والخلاف، مجدد القرن الخامس، فخر الأندلس
أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
المتوفى سنة ٤٥٦ هـ

الجزء التاسع

[illegible] الطبعة الأولى سنة [illegible]

إدارة الطباعة المنيرية

بتحقيق محمد منير الدمشقي صاحب ومدير إدارة الطباعة المنيرية
حقوق الطبع محفوظة له
إدارة الطباعة المنيرية بمصر بشارع الأزهر درب الأتراك رقم ١

maqtabethaqalayn.com

কেবল যে মহানবীর (সা.) জামানায় উম্মতের পুরুষদের জন্য মুতআ অনুমোদিত ছিল তা-ই নয়, বরং এটি নারীদের জন্যও অনুমোদিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে, আসমা বিনতে আবু বকর (আয়েশার জ্যেষ্ঠ বোন) জুবায়েরের সাথে এই সাময়িক বিবাহে আবদ্ধ হন এবং এর মাধ্যমেই আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের গর্ভধারণ করেন!

ইমাম আল-রাগিব আল-ইসফাহানি উল্লেখ করেছেন:

"ইবনে জুবায়ের মুতআ সম্পর্কিত মতবাদের জন্য ইবনে আব্বাসের সমালোচনা করেন। ফলে ইবনে আব্বাস তাঁকে বললেন: 'যাও এবং তোমার মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো তিনি তোমার বাবার সাথে কী করেছিলেন।' ইবনে জুবায়ের যখন তাঁর মাকে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি বললেন: 'আল্লাহর কসম, মুতআ ছাড়া তো আমি তোমায় গর্ভে ধারণ করিনি।'"
[মুহাদরাত আল-উদাবা: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২১৪]

maqtabethaqalayn.com

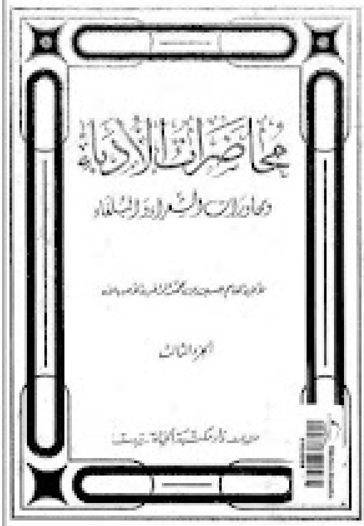

[illegible]

جواز المتعة :

عن عبد الله بن الزبير عيّر عبد الله بن عباس بتحليله المتعة فقال له : سل أمك كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك ؟ فسألها فقالت : ما ولدتك إلا في المتعة . [illegible]

أقول للشيخ لما طال مجلسه : يا شيخ هل لك في فتيا ابن عباس ؟

[illegible]

এটি এমন একটি সহিহ সানাদ (বিশুদ্ধ সনদ) বিশিষ্ট হাদিস দ্বারা আরও সমর্থিত হয়, যেখানে আসমা (রা.)-কে নারীদের মুতআ বিবাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি স্বীকার করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জামানায় তাঁরা এই ধরনের বিবাহ সম্পাদন করতেন।

আমরা আসমা বিনতে আবু বকরের কাছে নারীদের মুতআ বিবাহ সম্পর্কে জানতে গেলাম। তখন তিনি বললেন: "আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময়ে এটি করতাম।
[মুসনাদ আবি দাউদ আল-তায়ালিসি: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২০৮]
ফুটনোট: হাদিসটি সহিহ (বিশুদ্ধ)।

maqtabethaqalayn.com

مسند أبي داود الطيالسي

سليمان بن داود بن الجارود

المتوفى سنة ٢٠٤ هـ

تحقيق

الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي

بالتعاون مع

مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية

بدار هجر

الجزء الثالث

هجر

للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

ما روت أسماء بنت أبي بكر[1]

عن النبي ﷺ

١٧٤٢ - حدثنا يونس، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن مسلم القُرّي[2]، قال: دخلنا على أسماء بنت أبي بكر، فسألناها عن متعة النساء، فقالت: فعلناها على عهد النبي ﷺ[3].

---

(١) هي أسماء بنت أبي بكر الصديق، زوج الزبير بن العوام، وأم ابنه عبد الله ... [illegible]

(٢) هو: ... القُرّي.

(٣) حديث صحيح، ... [illegible]

সুতরাং পরবর্তী সময়ে কেউ আপনাকে 'মুতআর সন্তান' বলে গালমন্দ করলে তাকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন— "আপনার কথা দিয়ে কি আপনি ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর মতো হওয়াকে বোঝাচ্ছেন? যদি মুতাআর সন্তান আপনার দৃষ্টিতে নাজায়েজ হয় তাহলে ইবনে জুবাইরকে কি বলবেন?" 😂

আরও কিছু সুন্নি আলেম যাঁরা মুতআ বিবাহ অনুমোদন করেছেন: হাফিজ বিন ফারুকের লেখা "মুতআ ইন দ্য ফিকহ অব আহলুল সুন্নাহ" গ্রন্থের ৭৪ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে লেখক এমন কয়েকজন সুন্নি আলেমের ফতোয়া তালিকাভুক্ত করেছেন যাঁরা সাময়িক বিবাহকে হালাল বলে গণ্য করেছিলেন,

তাঁদের মধ্যে রয়েছেন:

- ইমরান বিন হুসাইন (নবীজির ওফাতের পরও মুতআ বিবাহের বৈধতার ব্যাপারে যার অবস্থান সুপরিচিত)।
- আবুল আ'লা মওদুদী (জামাআতে ইসলামীর সাবেক প্রধান)।

- মুহাম্মদ আল-তাহির ইবনে আশুর (তাঁর যুগের সর্বোচ্চ স্তরের মালিকি আলেম, যিনি তাঁর 'তাফসির আল-তাহরির ওয়া-আল-তানভির' গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন)।
- ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাজি
- ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল

লেখক ১০৪ নম্বর পৃষ্ঠায় ইবনে হাজমের কিতাব (আল-মুহাল্লা, পূর্বে উল্লিখিত) থেকে সাহাবিদের একটি বড় তালিকা উদ্ধৃত করেছেন যাঁরা মুতআ বিবাহের সমর্থক ছিলেন:

ইমাম আলী, আবু জার, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, জুবায়ের ইবনে আল-আওয়াম, ইমরান ইবনে হুসাইন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, উবাই ইবনে কাব, আবু সাঈদ আল-খুদরি, সালামাহ ইবনে উমাইয়া, আওকা' ইবনে আবদুল্লাহ, সালামাহ ইবনে আল-আওকা', খালিদ ইবনে মুহাজির, 'আমর ইবনে হুরাইস, রবিআ ইবনে উমাইয়া, সুহাইর, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, তাউস, কাতাদাহ, মুজাহিদ, আতা আল-মাদানি আল-সুদ্দি এবং ইমাম আল-হাসান।

[**আল-মুহাল্লা, বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৯]**
তিনি ১০৪ নম্বর পৃষ্ঠায় ইবনে তাইমিয়্যার সূত্রে ইবনে হাজম থেকে এমন সাহাবিদের আরেকটি তালিকা উদ্ধৃত করেছেন যাঁরা মুতআ বিবাহের অনুমতি দিতেন:

ইবনে হাজমের মতে:
"ইবনে মাসউদ, মুয়াবিয়া, আবু সাঈদ (আল-খুদরি), ইবনে আব্বাস, সালামাহ এবং মা'বাদ (উমাইয়া বিন খালফের দুই পুত্র), জাবির (বিন আবদুল্লাহ আল-আনসারি) এবং 'আমর বিন হুরাইস—নবীজির ওফাতের পরও এটিকে (অর্থাৎ মুতআ বিবাহকে) বৈধ মনে করে বহাল রেখেছিলেন। তাছাড়া, জাবির সমস্ত সাহাবিদের বিষয়ে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা মহানবী (সা.)-এর জামানায়, আবু বকরের খিলাফতকালে এবং উমরের খিলাফতের প্রায় শেষ সময় পর্যন্ত এর বৈধতার ওপর অটল ছিলেন।" এরপর তিনি (অর্থাৎ ইবনে হাজম) যুক্ত করেন, "সাহাবিদের পরবর্তী তাবেঈদের মধ্যে তাউস, সাঈদ বিন জুবায়ের, 'আতা' এবং মক্কার অন্যান্য ফকিহগণ এর বৈধতায় বিশ্বাস করতেন।"

['আল-মুনতাকা মিন আখবার আল-মুস্তফা', সম্পাদনা: মুহাম্মদ হামিদ আল-ফকি, ২ খণ্ড, কায়রো: আল-মাকতাবাত আল-তিজারিয়া, ১৯৩১ সংস্করণ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫২০]

উপরোক্ত আলোচনা ও ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে এটি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, মুতআ বিবাহ কোনো নতুন বা একক কোনো সম্প্রদায়ের দ্বারা উদ্ভাবিত প্রথা নয়। ইসলামি ইতিহাসের প্রাথমিক যুগে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায়, প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর-এর আমলে এবং দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর -এর শাসনকালের বড় একটি সময় পর্যন্ত সাহাবি ও তাবেঈগণের মাঝে এর চর্চা ও বৈধতা বিদিত ছিল। সুন্নি মাযহাবের প্রখ্যাত ইমাম ও ফকিহদের রচিত আল-মাবসুত, মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক, আল-মুহাল্লা, এবং সিয়ারু আলামিন নুবালা-এর মতো প্রধান ধ্রুপদী গ্রন্থসমূহে সংরক্ষিত বিশুদ্ধ সনদযুক্ত বিবরণীগুলো প্রমাণ করে যে, তৎকালীন সমাজের বহু প্রখ্যাত সাহাবি ও তাবেঈ এই বিধানকে পূর্ণাঙ্গ শরীয়তসম্মত মনে করতেন।

সুতরাং, না জেনে বা অন্ধ মতাদর্শিক অবস্থান থেকে মুতআ বিবাহকে কেন্দ্র করে কোনো বিশেষ মাযহাবের ওপর কুৎসা রটানো কিংবা একে অনৈতিক বলে আখ্যা দেওয়া মূলত ইসলামি ইতিহাসের বহু সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ও স্বনামধন্য সুন্নি কিতাবের ঐতিহাসিক প্রামাণ্যতাকেই অস্বীকার করার শামিল।

সত্য ও নিরপেক্ষ অনুসন্ধিৎসা নিয়ে ইসলামি ঐতিহ্য ও শাস্ত্রীয় ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মতপার্থক্য ফিকহি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে হলেও এর ঐতিহাসিক ভিত্তি ইসলামি শাস্ত্রের প্রধান উৎসসমূহে গভীরভাবে প্রোথিত।